দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 0 9 FEB 2015

শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রী লাঞ্ছিত প্রশাসন নীরব

শেকৃবি সংবাদদাতা : শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (শেকৃবি) পিঠা উৎসব চলাকালীন শেকৃবি ছাত্রলীগের কিছু কর্মীদের দ্বারা একই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের এক ছাত্রীকে শারীরিক ও মানসিকভাবে লাঞ্ছিত করায় শিক্ষার্থীসহ বিভিন্ন সংগঠন ক্ষোভ প্রকাশ করে এবং প্রক্টর বরাবর অভিযুক্তদের যথোপযুক্ত শাস্তির দাবিতে লিখিত অভিযোগ দাখিল করে। কিন্তু প্রশাসনের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে নীরব ভূমিকা থাকায় সাধারণ শিক্ষার্থীসহ বিভিন্ন সংগঠনের ক্ষোভ। পাশাপাশি শাস্তি না দিলে আন্দোলনের হুমকি দিয়েছে সাধারণ শিক্ষার্থীসহ বিভিন্ন সংগঠন। প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে, গত শুক্রবার থেকে শেকৃবিতে বিভিন্ন সংগঠনের উদ্যোগে দুই দিনব্যাপী আয়োজিত পিঠা উৎসব আয়োজন করা হয়। শুক্রবার বিকাল ৫টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি মহোদয়ের দ্বারা পিঠা উৎসব উদ্বোধনের পর থেকে প্রচুর জনসমাগমের মধ্যদিয়ে চলতে থাকে এই পিঠা উৎসব। পিঠা উৎসব চলার কারণে মেয়েদের হল এ দিন ১০টা পর্যন্ত খোলা রাখার সিদ্ধান্ত নেয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। আর যে কারণে সন্ধ্যার পর থেকেও মেয়েরা পিঠা উৎসব চলাকালীন প্রাঙ্গণে উপস্থিত ছিল। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে লাঞ্ছনার শিকার ছাত্রী তার স্কুল কলেজ থেকে আগত বন্ধু ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কিছু বন্ধুসহ উৎসব প্রাঙ্গণে আড্ডা দিচ্ছিল। এমন সময় বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের ৪ কর্মী (মাহফুজ রহমান, আবদুল্লাহ আল মামুন, তারিক আহমেদ রুদ্র, আফাজ উদ্দিন) এসে লাঞ্ছনার শিকার ছাত্রীকে একা তাদের কাছে ডেকে নেয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় ভাই হবার কারণে সে কোন রকমের কথা না বলে সেখানে যায়। কিন্তু উক্ত ছাত্রীর সাথে তাদের খারাপ কথাবার্তা আর আচরণ দেখে তার বন্ধুরা কি হচ্ছে দেখতে এগিয়ে যায় কিন্তু তাদের ছাত্রলীগের ওই কর্মীরা তাড়িয়ে দেয়। অবস্থা খারাপ পর্যায়ের দিকে যেতে থাকলে লাঞ্ছনার শিকার ছাত্রীর বন্ধুরা তাদের বড় ভাইদের মাধ্যমে রাত সাড়ে ৮টার দিকে ওই ছাত্রীকে তাদের কাছ থেকে নিয়ে তার হলের (কৃষকরত্ন শেখ হাসিনা হল) দিকে নিয়ে আসার সময় মানসিকভাবে চরম বিপর্যস্ত ছাত্রীটি অজ্ঞান হয়ে যায় ফলে তাকে সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে যাওয়ার কিছুক্ষণ পর তার জ্ঞান ফিরে আসে। এ ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রচণ্ড ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। তারা দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর বরাবর অভিযুক্তদের যথোপযুক্ত শাস্তি দাবি জানায়। লাঞ্ছনার শিকার ছাত্রী অভিযুক্ত ৪ জনের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেন। এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. মো. মিজানুর রহমান বলেন, আমরা তাদের ডেকে সতর্ক করে দিব পাশাপাশি অভিযুক্তদের আমাদের অবজারভেশনের মধ্যে রাখব।